International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-VI, November 2025, Page No. 31-37
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.06W.153

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বর্গীয়হসনম্’ নাটকে সমকালীন ও চিরন্তন রাজনীতি

রাণু রায়
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
হেমন্ত ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 17.11.2025; Accepted: 27.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Siddheshwar Chattopadhyay's play 'Swargiyahasanam' is a unique and extra ordinary creation of modern Sanskrit drama. In this drama the real picture of society and politics is exposed. In this play, 'heaven' is not just amazing place, but also the symbol of human society. According to myth heaven is the place, where Gods lives there and they ruled the human society. The playwright has taken vivid satire against the abuse of power, inflection from ideal and morality. The political demoralization, personal interests and state's injustice and post-independence violences of India are reflected in this play. He has also expressed the eternal nature of politics and the confliction between good and bad, justice and injustice in a philosophical context. So, 'Swargiyahasanam' is not only a document at time but also eternal political metaphor, which is still deeply pertinent in the contemporary context.

Keywords: Modern Sanskrit Literature, Exceptionalism, Originality, Politics, Heaven, Satire, Daily Life.

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সংস্কৃত এক সুদীর্ঘ, সমৃদ্ধ ও গৌরবের ঐতিহ্য বহন করে। বৈদিক যুগের মন্ত্রসংহিতা, উপনিষদের আত্মদর্শন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যিক পরম্পরা, অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাসের কাব্যরস, শূদ্রক, ভট্টনারায়ণের নাট্যসৌকর্য- এসব মিলিয়ে সংস্কৃত ভাষা বহু হাজার বছর ধরে সমগ্র ভারতের জ্ঞানচর্চা ও সৌন্দর্যবোধের মুখ্য ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের পরবর্তী সময়ে বহু মানুষ সংস্কৃত সাহিত্যকে শুধু অতীতের এক স্মারক হিসেবেই বিবেচনা করতে থাকেন। তাদের ধারণা আধুনিক যুগে বিশেষত উনবিংশ, বিংশ, একবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার সৃজনক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে যায় এবং নতুন সাহিত্য প্রবাহের গতিপ্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে এই ধারণা বাস্তবতার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে না। বাস্তবে আধুনিক ভারতীয় সমাজে রাজনৈতিক জাগরণ, শিক্ষার প্রসার, ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী চেতনা- বোধ ও নবজাগরণের ধারার প্রভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক মানুষের চিন্তাধারা সংস্কৃত ভাষায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন অভিব্যক্তিশৈলী ও নতুন প্রশ্ন বোধের সঞ্চার করেছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা শুধুমাত্র ঐতিহ্যের বাহক হয়ে থাকে নি, বরং সমকালীন সমাজের নানা প্রশ্ন, উদ্বেগ, সংকট ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক নব সাংস্কৃতিক রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

এই নবজাগরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসংখ্য সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও নাট্যকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, যার মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, নট, নাট্য তাত্ত্বিক,

গবেষক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর সৃজনশীলতা সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করে। ফলস্বরূপ ভাষাটি অতীতের ধারক ও সমকালীন চিন্তাভাবনা ও অনুভূতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তিনি ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটককে আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন শৈলীর নাট্যভাষা তৈরি করেন। তাঁর নাটকগুলোতে একদিকে মানবিক মূল্যবোধের ক্ষয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের কপটতা, ক্ষমতার অমানবিক চেহারা ও নৈতিক অবক্ষয়ের নির্মাণ চিত্র, আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা, প্রবঞ্চনা এবং প্রতিরোধের বাস্তব চিত্র উঠে আসে। ফলস্বরূপ সমাজের জটিলতা নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়। তিনি ব্রেশটের প্রভাবকে অনুধাবন করে এমন একটি নাট্যরীতি তৈরি করেছেন যেখানে দর্শক শুধু আবেগ তাড়িত হয় না, বরং দর্শককে প্রতিটি দৃশ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণের স্তরে ভাবতে ক্রমাগত বাধ্য করে। তার নাট্যশৈলীতে বিদ্রোহী ভাব, প্রতীকী অর্থ এবং দার্শনিক ভাবধারার সমন্বয় গড়ে ওঠে এক জটিল এবং সমসাময়িক সচেতন নাট্যজগৎ।

তাঁর নাটকে শুধুমাত্র সাহিত্যিক নৈপুণ্যতা নয়, রাজনীতি, নৈতিকতা, ধর্ম গভীর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকটি সংস্কৃত ভাষাতে লেখা হলেও নাটকটি বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের এক অনন্য উদাহরণ। নাটকে স্বর্গের দেবদেবীদের হাস্যময় কথোপকথন আছে, আবার সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার লোভ, সিদ্ধান্তহীনতা, শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের বাস্তবতাকে রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রাজনীতি। এটা কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নয়, বরং মানুষের জীবনধারার প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হয়। এই সত্যকে সামনে রেখে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকে স্বর্গলোকের রাজনৈতিক সংকটকে মর্ত্যলোকের বাস্তব রাজনীতির প্রতিবিম্ব রূপে চিত্রিত করেছেন। নাটকে মন্ত্রী, সাংসদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের লোভ লালসা ও চিরন্তন রাজনীতির দ্বন্দ্ব ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সমকালীন সমস্যাকে চিত্রায়ণের রীতি সুপ্রাচীন। নাটকের বিষয় কখনো যেমন রাজনীতি কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে তেমনি নাটকের মাধ্যমে রাজনীতির প্রেক্ষাপটও পর্যালোচিত হয়। যেমন বিশাখ দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী রচিত 'মশকধানী' প্রভৃতি নাটকে রাজনীতির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই ধারাবাহিকতারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন হলো সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটক। নাটকে রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ, ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার পরিবর্তনকে ব্যঙ্গাত্মক রূপ দেওয়া হয়েছে। 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকে সমকালীন ও চিরন্তন রাজনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে একত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন হলো সমকালীন রাজনীতি, যা পরিবর্তনশীল। আর চিরন্তন রাজনীতি হলো সেই মৌলিক রাজনৈতিক বাস্তবতা, যা যুগে যুগে পরিবর্তিত হলেও তার মূল গঠন অপরবর্তিত থাকে। নাটকের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, লোভ, চক্রান্ত তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন এই ধরনের দুর্নীতি ষড়যন্ত্র ওপরতলার মানুষদের উপর যুগ যুগ ধরে রয়েছে। এ সর্বকালের, সর্বদেশের তথা সর্বযুগের। এই গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ করবো সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকে কীভাবে সমকালীন ও চিরন্তন রাজনীতির সংমিশ্রণে এক রূপকধর্মী একটি রাজনৈতিক দর্শন নির্মাণ করেছে।

এই নাটকটি আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যদিও নাটকটি কোন নেতা বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে লক্ষ্য করে রচিত হয়নি। এই রচনার উদ্দেশ্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নয়, বরং ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপকে উদঘাটন করা। যুগে যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আড়ালে দুর্নীতি, অবিচার, লালসা ও বঞ্চনা সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সেই শাশ্বত সত্যই নাটকের মূল বিষয়। ফলে নাটকটির সময় কিংবা সমাজ পরিবর্তন হলেও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় না, বরং প্রতিবার পাঠ বা দর্শন হলে নতুন ভাবনা, নতুন প্রশ্ন এবং নতুন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে।

সূত্রধারের সংলাপের মাধ্যমে নাটকের সূচনা হয়। তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন—

> "পরং বিচার্যতাং তাবত্ কুত্রাবকাশোঽদ্যত্বে নাট্যস্যেতি।"[১]
>
> (কিন্তু ভাবুন তো বর্তমান সময়ে নাটকের কী কোন স্থান আছে?)

অর্থাৎ পৃথিবীতে এখন আর নাটকের স্থান নেই। কারণ মর্ত্যলোকের মতো দেবলোকেও রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও তর্কবিতর্ক সবই কাব্যিক রসকে গ্রাস করেছে। দেবদেবীদের মধ্যেও দলাদলি, নির্বাচন, চক্রান্ত চলছে। নাট্যকার এই ভূমিকাতেই স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন-

দেবরাজ ইন্দ্র, বৃহস্পতি, ঊর্বশী, অশোক, আকবর, ধুন্ধ, পুংগ প্রমুখ চরিত্র যারা রাজনীতির বিভিন্ন দিককে উন্মোচন করেছেন।

নাটকে দেখা যায়- ইন্দ্র প্রশাসন ও মন্ত্রিপরিষদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। নাটকের শুরুতেই দেবরাজ ইন্দ্র বলেন—

> "নির্ধায়তে সর্বংমন্ত্রিপরিষদা- তত্র স্বনামলেখনমেব তস্য কর্মেতি। তত্ কথং তস্যৈব জয় ঘোষণা?"[২]
>
> (সবকিছুই যেখানে মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেখানে তার কাজ কেবল স্বাক্ষর করা। তাহলে তার জয়ধ্বনি কেন?)

ইন্দ্রের এই উক্তির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাসে স্পষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। বৃহস্পতি হলেন স্বর্গের মন্ত্রিপরিষদের প্রধান অমাত্য। তিনি রাজনৈতিক কৌশলের খেলায় নেতৃত্ব দেন। দেবরাজ ইন্দ্রের শাসনব্যবস্থায় স্বর্গের অন্যান্য দেবগণ তার কর্তৃত্ব নিয়ে সন্দিহান। স্বর্গের দেবরাজের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে দেবতাদের মধ্যে দানা বাঁধে বিদ্রোহ, রাজনৈতিক কপটতা, চক্রান্ত। অন্যদিকে মানব ইতিহাসের দুটি ভিন্ন ধর্ম সংস্কৃতির প্রতীক অশোক ও আকবর তারাও এই স্বর্গলোকে উপস্থিত হয়ে রাজনৈতিক ধর্মের আদর্শের দ্বন্দ্বকে স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেন।

নাটকে দেখা যায়, মর্ত্যলোকের মতো স্বর্গের দেবতারাও আর নিষ্পাপ বা নিঃস্বার্থ নন। তাদের মধ্যেও দখলদারিত্বের লোভ জন্মেছে। সিংহাসন লাভের জন্য তারা দলাদলি ও কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নাটকে স্বর্গের রাজনীতি ও মানুষের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এই বিদ্রূপের মাধ্যমে নাট্যকার সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে রসাত্মক ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। নাটকে সূত্রধার বলেন—

> "স্বর্গে লোকে বসতিমধুনা রাজনীতিরবাপ্তা
> মত্তা দেবাঃ সতত- কলহে কুত্র নাট্যাবকাশঃ।"[৩]
>
> (আজ স্বর্গলোকেও রাজনীতি এসেছে, দেবতারা সবসময় কলহে মত্ত।)

এই উক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বর্গলোকের নয়, বর্তমান পৃথিবীর রাজনীতির প্রতিচ্ছবি।

নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র কেবল ব্যক্তি সত্ত্বা নয়, বরং তার প্রতীকী সত্তা হিসেবে প্রকাশিত। শাসকও তার ব্যতিক্রম নয়। শাসক চরিত্রটি ক্ষমতা লিপ্সার রাষ্ট্রীয় প্রতিরূপ। মন্ত্রী বা উপদেষ্টা রাজনৈতিক চক্রান্তের মূর্ত প্রতীক। প্রজা সাধারণ মানুষের নীরব পীড়নের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র এবং 'সিংহাসন' ক্ষমতার আকর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক দায়বদ্ধতার প্রতীকী রূপ। এই চরিত্রগুলি প্রতীকমূলক রূপায়ণের কারণে নাটকের ঘটনাবিন্যাস সহজ হলেও অন্তর্নিহত তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও বিভিন্ন স্তরে প্রসারিত। এই নাটকের সংলাপে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রাজনৈতিক রূপকের এমন মেলবন্ধন রয়েছে, যা দর্শককে একদিকে হাসায় অন্যদিকে অন্তরে গভীর প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। নাটকের চরিত্রগুলোর সংলাপে যে অসঙ্গতি বা অপ্রত্যাশিত সত্য প্রকাশিত হয় তা ক্ষমতার ভণ্ডামি এবং রাজনীতির আড়ালে স্বার্থপর মানসিকতাকে উন্মোচিত করে।

এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের পরিবেশে নাট্যকারকে বর্তমান সমাজের বিভ্রান্ত রাজনৈতিক পরিবেশকে তুলে ধরার একটি অস্ত্র দিয়েছে। নাটকে দেবরাজ পদের সিংহাসনের নির্বাচন হল ভণ্ডামি ও প্রহসনের প্রতীক। বৃহস্পতির পরামর্শ যেন বর্তমান রাজনৈতিক কুশলীদের প্রতিরূপ। স্বর্গলোকের বিভক্তিকরণ, দলাদলি, মতপার্থক্য, ক্ষমতার লোভ বর্তমান সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। নাটকের স্বর্গলোকের ঘটনাক্রম সমকালীন রাজনীতির অসারতার চিহ্ন প্রতীত হয়। নাট্যকার স্বর্গলোকের আড়ালে দুর্নীতি, অনাচার ও প্রশাসনিক ভণ্ডামিকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের আড়ালে প্রতিফলিত করেছেন।

এই নাটকে ইন্দ্র এমন এক শাসক, যিনি দেবরাজের আসনে অধিষ্ঠিত থেকেও চারিদিকে রাজনৈতিক চাপ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রশাসনিক জটিলতা ও সামাজিক অস্থিরতার চাপে ক্রমশ অসহায়। তার আচরণ ব্যঙ্গ মিশ্রিত রূপে প্রকাশিত হয়।

নাটকে দেবরাজ ইন্দ্র শাসকের প্রতীক। তার চরিত্রে ক্ষমতার অহংকার, অব্যবস্থা, রাজনীতিগতভাবে দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্থ শাসক হিসেবে প্রকাশ পায়।

বৈতালিকেরা যখন ইন্দ্রের জন্য প্রশংসা সূচক গান গায় তখন ইন্দ্র তাদের থামিয়ে বলেন—

> "মৃষেয়ং জয়ঘোষণা। জানন্তি সর্বে- সর্বতো রুদ্ধপ্রসরোহয়ং দেবরাজঃ...।"[৪]
> (এই জয়ঘোষণা মিথ্যা। সবাই জানে— দেবরাজ সর্বদিক থেকেই অবরুদ্ধ;)

তারপরে তিনি প্রশ্ন করেন—

> "অপ্সরা অধিষ্ঠিত দেবীতি মান্যা। কিন্তু কিং নারী তাবদধিকর্তুমহতি দেবরাজপদ?"[৫]
> (অপ্সরাও দেবী হিসেবে সম্মানিতা। কিন্তু নারীর কী দেবরাজ পদ অলংকৃত করার অধিকার আছে?)

এই সংলাপের মাধ্যমে ইন্দ্রের মানসিক চঞ্চলতা, ক্ষমতার হারানোর আশঙ্কা ও রক্ষণশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। ইন্দ্র রাজনৈতিক অবস্থার সূক্ষ্ম দিকগুলো অনুধাবনে প্রখর বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি অনুধাবন করেন যে নির্বাচনের পর মন্ত্রিপরিষদই আজ তার সব থেকে বড় বিরোধী শক্তিতে অবস্থান হয়েছে। বৃহস্পতি যখন বলেন—

> "সংঘভেদনস্য প্রকৃষ্টমস্ত্রমেব মন্ত্রিপরিষদি সংঘমেলনম্"[৬]
> (সংঘকে ভাঙার সর্বোত্তম উপায় হল মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে দলভেদ সৃষ্টি করা)

তখন ইন্দ্র ব্যঙ্গ করে বলেন—

> "সংঘাশ্রয়ণম্, সংঘঘটনম্ তথা সংঘভেদনম্ সর্বমেতৎ স্বার্থসিদ্ধয়ে।"[৭]
> (সংঘের ওপর নির্ভর করা, সংঘ গঠন করা এবং সংঘ ভেঙে দেওয়া— সবই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করা হয়।)

ইন্দ্রের এই ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক কৌশলের অন্তরালে স্বার্থান্বেষী মানসিকতা কাজ করে তা উন্মোচিত হয়েছে।

ইন্দ্র স্বর্গ ও রাষ্ট্রের সংকট সম্পর্কেও অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি উদ্বিগ্নতার সাথে বলেন—

> "যদধুনা রাষ্ট্রেঽস্মিন্ সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যন্তে সংকটাঃ...শিক্ষায়াং নৈরাজ্য বিরাজতে, শিল্পে উৎপাদনং হ্রাসমুপৈতি, বৃত্তিহীনামপি সংখ্যা মাত্রামতিক্রান্তা।"[৮]
> (এখন রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সংকট উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষায় নৈরাজ্য উপস্থিত শিল্পে উৎপাদন কমে গেছে এবং বেকারত্বের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে)

এই উক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র সিংহাসন রক্ষা নয়, সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। তাই তিনি আদেশ দেন—

> "প্রথমমেব তর্হি জনসংখ্যাবৃদ্ধিরূপাত্ সংকটাত্ ত্রাণোপায়ং চিন্তয়ন্তু ভবন্তঃ।"[৯]
> (তাহলে প্রথমেই আপনারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সংকট থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে ভাবুন)

ইন্দ্রের এই সংলাপের মাধ্যমে তার পরিকল্পনামূলক চিন্তাধারা, যুক্তিবাদী এবং দায়িত্বশীল শাসক সুলভ মানসিকতা চিত্রিত হয়।

নাটকে মহান সম্রাট আকবর ও অশোক তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও তিনি অহংকারে ক্ষুব্ধ না হয়ে বরং, শান্ত ভাবে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

নাটকের শেষদিকে তিনি ঘোষণা করেন—

> "অতোঽদ্য প্রভৃতি তাবেব ভবতাং মে সহায়ৌ, অবসিতমন্যেষামমাত্যানাং প্রয়োজনম্। বিলয়ং যাতু বিধানপরিষন্ মন্ত্রিপরিষদা সহ।"[১০]
> (অতএব আজ থেকে তোমরাই আমার সহায় হইবে; অন্য সকল ক্লান্ত বা অক্ষম আমাত্যদের আর প্রয়োজন নেই। বিধানপরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদ- উভয়ই বিলুপ্ত হোক।)

এই মন্তব্যের মাধ্যমে তার কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝে পদক্ষেপ নেওয়ার সামর্থ্য প্রকাশিত হয়।

সুতরাং ইন্দ্রের চরিত্রে পাওয়া যায় ক্ষমতা হারানোর ভয়, রাজনৈতিক বিদ্রোহ, প্রশাসনিক সচেতনতা এবং সংকট নিরসনে উৎসাহ ও নিরপেক্ষতা। তিনি বাস্তববাদী, মানবিক, দায়িত্বশীল শাসক রূপে চিত্রিত। সেজন্য নাটকে

ইন্দ্র শুধু রাজা নয়, তিনি দেবলোকের গল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমকালীন ও চিরন্তন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সংকট ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে বৃহস্পতি হলেন স্বর্গের মন্ত্রিপরিষদের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাস্তববাদী, কূটনৈতিক ও নীতির রূপকার। তিনি কেবল দেবরাজের উপদেষ্টা ছিলেন না, বরং নিজে ক্ষমতা লাভের পথও প্রশস্ত করেছেন। তিনি বলেন—

> "সংঘভেদনস্য প্রকৃষ্টমস্ত্রমেব মন্ত্রিপরিষদি সংঘমেলনম্।"[১১]
>
> (সংঘ বিভেদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হল মন্ত্রিপরিষদের দলকে একত্রিত করার ভাণ।)

নাট্যকার ইন্দ্র ও বৃহস্পতির দ্বৈত চরিত্রকে স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্রের বুদ্ধিহীনতা, অদূরদর্শিতা এবং দুর্বল শাসক রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। আর বৃহস্পতিকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও কৌশলী রূপে দেখানো হয়েছে। বৃহস্পতি একজন ক্ষমতালোভী, সুযোগ-সন্ধানী ও স্বার্থপর রাজনীতিবিদ। তিনি আদর্শ থেকে কূটনীততে পারদর্শী ও ক্ষমতার লাভের জন্য যে কোন উপায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এই দুই বিপরীতমুখী চরিত্র একসঙ্গে রাজনীতির অস্থিরতা, ষড়যন্ত্র ও আদর্শ বিভবতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। সুতরাং এই নাটকটি রাজনীতির অন্তরালে থাকা দ্বিমুখী সত্যকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে।

এই নাটকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রাচীন ইতিহাসের দুই মহান শাসক সম্রাট অশোক এবং মুঘল সম্রাট আকবর। নাটকে প্রাচীন সম্রাট অশোক হলেন সহিষ্ণুতা ও নৈতিকতার প্রতীক। আর ধর্মনিরপেক্ষও মিলনের আদর্শের প্রতীক হলেন সম্রাট আকবর। তিনি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন না। তিনি কৌশলী, বাস্তববাদী ও কঠোর শাসনে বিশ্বাসী।

সম্রাট অশোক ও আকবর স্বর্গে এসেও তারা দেবতাদের মত দলাদলি স্বার্থসংঘাত ও ক্ষমতা চক্রান্তে যুক্ত হয়ে পড়েন। মন্ত্রিপরিষদের আলোচনা সভায় ইন্দ্র স্বর্গের জনসংখ্যার হ্রাস করার উপায় জানতে চাইলে অশোক বলেন—

> "যুদ্ধেন জনসংখ্যা স্বল্পকালস্থায়িনং হ্রাসমুপৈতি। নৈতৎস্থায়িসমাধানম্। তদর্থং সদ্ধর্ম প্রচারণমাবশ্যকম্।"
>
> (যুদ্ধের দ্বারা জনসংখ্যার হ্রাস স্বল্প স্থায়ী। কিন্তু এটি স্থায়ী সমাধান নয়। এর জন্য ধর্মের প্রচার অপরিহার্য।)

তিনি আরো বলেন—

> "সর্বস্যাস্য মূলকারণং দেবরাজস্য কুশাসনম্।"[১২]
>
> (সমস্ত সংকটের মূল কারণ দেবরাজ ইন্দ্রের দুর্বল শাসন)

তিনি জনসংখ্যার হ্রাসের জন্য ধর্ম প্রচারকে গুরুত্ব দেন। তার মতে শাসনের ব্যর্থতার কারণ দুর্নীতি ও অযোগ্য নেতৃত্ব।

নাটকে আকবর বলেন—

> "প্রয়োজনমপেক্ষৈব ময়া হিন্দু-মুসলিম-মেলনে প্রয়তিতম্।"[১৩]
>
> (আমি হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা করেছি কিন্তু উদ্দেশ্যহীন নয়)

নাটকে বর্ণিত এই সংলাপগুলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকেও তীব্রভাবে বিদ্রূপ করে। প্রাচীন ইতিহাসে ধর্ম বা মিলনের নামে যে রাজনীতি হয়েছে তা স্বার্থের জন্যই হয়েছে। সুতরাং মর্ত্যলোকের রাজনীতি ও স্বর্গলোকের রাজনীতি উভয়ই স্বার্থ ও ক্ষমতার লোভের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

নাটকে মন্ত্রিপরিষদের অন্য নির্বাচিতা দুই সদস্যা অদিতি ও উর্বশী। এই দুটি চরিত্র বিপরীত রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিচ্ছবি। অদিতি প্রাচীন শাসন ব্যবস্থারও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। অপরদিকে উর্বশী পরিবর্তনের প্রতীক। অদিতি ও উর্বশী শুধুমাত্র দেবলোকের দেবী বা অপ্সরা নন, বরং তারা নারীশক্তির প্রতিমূর্তি। নাটকে অদিতি রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব করেন। নাট্যকারের দৃষ্টিতে নারীরা যেমন সৌন্দর্যের প্রতীক, আবার তারা রাজনৈতিক কৌশলের অংশবিশেষ এবং ক্ষমতালিপ্সুরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে।

নাটকে ধুন্ধ ও পুংগ দুটি চরিত্র মর্ত্যলোকের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে স্বর্গে উপস্থিত হন। তারা নরকবাসী হলেও মাটির মানুষের বা মর্ত্যলোকের প্রতিনিধি।

তাই ধুন্ধ বলেন—

"সাকল্যেন গিলিতং বৃহস্পতিদত্তং বড়িশাযুক্তমামিষম্।"[১৪]

(বৃহস্পতি যে বড়শিযুক্ত মাংস দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণভাবে (পুরোটাই) গিলে ফেলা হয়েছে।)

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় রাজনৈতিক প্রতারণা ও চক্রান্ত। এখানে রাজনৈতিক সচেতনতা, দুর্নীতির শনাক্ত করার ক্ষমতা এবং ব্যঙ্গাত্মক শৈলী স্পষ্ট।

ধুন্ধ প্রচলিত শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে কৌশলের সাহায্য নেন। ধুন্ধ ও পুংগ মর্ত্যলোকের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তাই সংকট সমাধানের জন্য তারা ভোগ্য পণ্যের দাম বেশিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, তা মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। নাটকের শেষ পর্যন্ত গভীর সংকটের কার্যকর সমাধান উপস্থাপন করেন ধুন্ধ ও পুংগ। তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও শ্রমজীবী সমাজে বাস্তব জ্ঞান সংকটে নিরসনের সহায় হয়। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র ঘোষণা করেন ধুন্ধ ও পুংগই প্রকৃত সহায়। সুতরাং ধুন্ধ ও পুংগ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি রূপে আবির্ভূত হন এবং নাটকের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

স্বাধীন ভারতের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে নাটকটি রচিত হয়। সেই সময় গণতন্ত্রের আড়ালে বিভাজন, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ধর্মীয় রাজনীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নাট্যকার সেই রাজনৈতিক বাস্তবতাকেই রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মন্ত্রী সভায় নীতি ও সততার কোনো স্থান নেই। সেখানে কেবল দলাদলি ও ষড়যন্ত্র। নাটকে বৃহস্পতি রাজনৈতিক সমীকরণ পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে বলেন—

"গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন চিরস্থায়নী কস্যাপি সংঘস্য।"[১৫]

(কোন সংঘে সংখ্যাগরিষ্ঠতা চিরস্থায়ী নয়)

বৃহস্পতির এই উক্তির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংসদের ভোট রাজনীতির উপর সরাসরি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। বৃহস্পতি পরিবর্তন রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন।

'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকটি সমকালীন রাজনীতির পাশাপাশি চিরন্তন রাজনীতির প্রতিচিত্র। ইন্দ্র দেবরাজের পদত্যাগ করেন, বৃহস্পতি শাসনভার গ্রহণে স্বর্গলোকে বিভক্তিকরণ এ সবই প্রাচীন ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়। নাট্যকার প্রতিটি চরিত্রের নামকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক চিরন্তন সত্যও সংকটকে তুলে ধরেছেন। তীব্র অনুসন্ধান দৃষ্টিতে নাট্যকার দেখেছেন এই ধরনের দুরাচারি শঠ মানুষ চিরকাল ধরে পৃথিবীতে আছে। এদের হাত থেকে শ্রমজীবি মানুষের পরিত্রাণ নেই শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন হয়। আজ যে কাজ এক ব্যক্তি করে কাল সেই কাজ অন্য ব্যক্তি করবে। তাই বৃহস্পতি বলেন—

"স্বার্থরক্ষায়ৈ স্বার্থসিদ্ধয়ে বা সংঘ, সংঘ স্বার্থয়ে চ দেশঃ, দেশায় তাবৎ কিং তন্নাহং জানে।"[১৬]

(আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল, দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশ, দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কি তা আমি জানিনা।)

বাস্তবে রাজনৈতিক নেতারা বলে প্রথমে দেশ, তারপর দল, তারপর আমি কিন্তু আসলে এর কোন ক্রম নেই। সর্বত্র আমি, আমি, আমি। এই উক্তির মাধ্যমে নাট্যকার এটাই চিত্রিত করতে চেয়েছেন।

'স্বর্গীয়হসনম্' সংস্কৃত নাটকটির রচনাশৈলী আধুনিক। নাটকের সংলাপগুলো বিদ্রূপ ও রাজনৈতিক পরিহাসে পূর্ণ। মানব সমাজের যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ষড়যন্ত্র স্বর্গলোকের দেবতাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশের পদ্ধতি একদিকে ঐতিহ্যের ধারক ও প্রগতির প্রবক্তা রূপে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রধার, মন্ত্রিপরিষদ, আলোচনা, ব্যঙ্গ, নৈতিকতা সংমিশ্রিত হয়ে এক নতুন নাট্যরূপ তৈরি করেছে, যা নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে।

'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকের মূল বিষয় হলো রাজনীতিতে ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, শাসকের ব্যর্থতা, গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র, নীতি ও লোভের সংঘাত চিরন্তন। মর্ত্যলোকের মানুষের মতো স্বর্গের দেবতারাও নিজেদের মধ্যে কলহে মত্ত। তাই নাটকের হাস্যরস নিছক প্রহসন নয়, এটি একটি প্রতিবাদ।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকটি সমকালীন ও চিরন্তন রাজনীতির এক অনবদ্য প্রতিচ্ছবি। নাটকটি একাধারে দেবতা, প্রাচীন ঐতিহাসিক সম্রাট ও বর্তমান মানব সমাজের শাসনব্যবস্থার সংকট প্রকাশ করে। ইন্দ্র, বৃহস্পতি, আকবর, অশোক, ধুন্ধ, পুংগ প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার লোভ, রাজনৈতিক কৌশল, শাসনের নৈতিকতা প্রতিভাত হয়।

সমকালীন রাজনীতির আলোকে দেখা যায়, ক্ষমতার লড়াই প্রশাসকের দুর্বলতা, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও মতানৈক্য নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। চিরন্তন রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটি দেখায় যে, মৌলিক রাজনীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হলেও তার মৌলিক সংকট অপরবর্তিত থাকে।

এই নাটকটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আধুনিক সমাজে প্রবল ভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতির নামে শাসকদের জনবিচ্ছিন্নতা, গণ অসন্তোষ, বিদ্রোহ প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং 'স্বর্গীয়হসনম্' নাটকটি শুধু রাজনীতি বাস্তব সত্যের প্রতি চিত্র নয়, বরং এটি ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয়। এই নিবন্ধটির বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাটকের পর্যালোচনা প্রসারিত করতে সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র:

১। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা) (১৯১৮-১৯৯৩)। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭, পৃষ্ঠা- ১।
২। তদেব-পৃষ্ঠা।
৩। তদেব-পৃষ্ঠা-১।
৪। তদেব -পৃষ্ঠা-২।
৫। তদেব-পৃষ্ঠা-৩।
৬। তদেব -পৃষ্ঠা-৫।
৭। তদেব -পৃষ্ঠা-৫।
৮। তদেব-পৃষ্ঠা- ১৭।
৯। তদেব -পৃষ্ঠা- ১৮।
১০। তদেব-পৃষ্ঠা- ২৪।
১১। তদেব-পৃষ্ঠা- ৫।
১২। তদেব-পৃষ্ঠা- ২১।
১৩। তদেব-পৃষ্ঠা- ৮।
১৪। তদেব-পৃষ্ঠা- ২৪।
১৫। তদেব-পৃষ্ঠা- ৫।
১৬। তদেব-পৃষ্ঠা- ৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৯।
২। ঘোষাল, বনবিহারী। অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। আগরতলা: পারুল প্রকাশনী, ২০২২।
৩। ভট্টাচার্য ড. পরমেশ ও মাইতি খোকন। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়বিরচিত 'অথ কিম্'। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০২৩।